সুধীনবাবুর থিওরি

সৌরভ পাল

গ্রাম পোস্ট - মটগোদা
থানা - রাইপুর
জেলা - বাঁকুড়া
পশ্চিমবঙ্গ
পিন নম্বর - 722134
মোবাইল নম্বর 8159039665
ই-মেল আই ডি souravpal414@gmail.com

সুধীন মন্ডল চুপচাপ বসে আমার মনের ভাব বুজতে চেষ্টা করছে। আমিও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছি লোকটা পাগল নাকি। বলে কিনা পৃথিবীতে অন্য গ্রহের লোক বহু আগের থেকেই ঘাটি গেড়ে বসেছে। তাদের কাজ নাকি মানুষে মানুষে ঝগড়া বাধিয়ে সভতার অগ্রগতি রোধ করা।
সুধীনবাবু পকেট থেকে একটা সিগারেট কেস বের করে তা থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন।
"কি ভাবছেন? এ রকম একটা সিগারেট কেস নিজের থাকেলে....।"ভদ্রলোক কথা শেষ করলেন না।
আমি লোকটার পুরনো আমলের সুন্দর জিনিসটার দিকে তাকিয়ে ওটার সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম কিন্তু ওর কথা শুনে চোখ ফিরিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম।
"এই সম্যস্যাটা কিন্তু ওই অ্যলিয়ান দেরেই সৃষ্টি" লোকটার চোখ চিক-চিক করে উঠল।
আমি অবাক হয়ে বললাম "কি সম্যস্যা?"
"আমার দামী অথচ তুচ্ছ জিনিসটা দেখে আপনার হৃদয়-জ্বালা হওয়াটা"
আমার এ ভাব খুব স্বাভাবিক। লোকটা অভদ্র আর নির্লজ্জ তা না হলে এরাকম কথা কেও কাউকে বলে? গল্প টল্প লিখে একটু নাম করেছি। লোকটাকে গল্পের একটা চরিত্র বানাব ভাবছি তাই ওর পাগলামি সহ্য করছি। পাগলাটার এই অ্যলিয়েন-থিওরি জানতে খুব কৌতুহল হচ্ছে। বললাম "তা আপনার অ্যলিয়েনরা কি কি করেছে?"
সুধীন মন্ডল কিছু মাত্র অপ্রস্তুত না হয়েই উত্তরটা দিলেন "ওরা চায় না যে মানুষ ওদের চেয়ে এগিয়ে যাক। তাই তো ওরা মানুষের মধ্যে লোভ হিংসার রোগ ছড়িয়ে দিয়েছে। আপনাদের বিজ্ঞনীমহল তো এই রোগের অস্বিত্বই অনুমান করতে পারেনি।"
সুধীনবাবুর কথাগুলো মন দিয়েই শুনছ্ছি এমন সময় সে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল "আপনি ভাবছেন লোকটা পাগল নয় গুলবাজ। কাগজটা খুলে দেখুন।"
দেখলাম কাগজটায় ইন্টারনেট থেকে পাওয়া একটা আটিক্যাল প্রিন্ট করা আছে। পড়ে ফেললাম পুরোটা। প্রাচীন সভ্যতার, প্রায় ছ-হাজার বছরের পুরনো মানুষের সামাজিক জীবনের আনুমানিক বিবরণ দিয়েছে। বললাম "এতে কি প্রমাণ হয়?"
"তখনো পযন্ত এই সব রোগ ছড়ায় নি। তখন কেও নিজেকে অপরের চেয়ে বড় বা ছোটো মনে করত না আর সেটা বোঝা যায় সেকালের 'বিনিময় প্রথা' থেকে। রোগটা ছড়িয়ে পড়লে এই প্রথা উঠে গিয়ে রাজতন্ত্র শুরু হয়, তারপর প্রজাতন্ত্র আসে। সমাজবদ্ধ মানুষ এখন শাষনবদ্ধ হয়ে পড়েছে।"
ভদ্রলোকের লেকচার থামিয়ে বললাম "এতে অ্যালিয়েনদের কারসাজিটা কোথায়? তার কোনো প্রমাণ আছে আপনার কাছে?"
ভদ্রলোক আমার প্রশ্নটা দিব্যি পাস কাটিয়ে বললেন "এখনো কিছু জাতি উপজাতি আছে যারা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করে। এরা ওই রোগের শিকার হয়নি কোন এক অজ্ঞাত কারণে। এটাই একমাত্র উপায় - এই কারনটা খুঁজে বের করার উপর নিভর করছে আমাদের মাতৃভুমির আয়ু।"
"সে কাজ তো গবেষকদের। আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন?"
"সে চেষ্টা অনেকবার করেছি, কাজ হয় নি। কেউ এ বিষয়ে চর্চা করতে চায় নি, তাদের ধারণা আমি একটি ওই যাকে বলে বদ্ধ উন্মাদ। আপনি বিষয়টা নিয়ে লিখলে অনেকে বিশ্বাস করবে তাছাড়া-" বলে ভদ্রলোক গলার স্বরটাকে চেপে বললেন "আমাদের মাতৃভূমিকে আজাদ করার জন্য একটা দল তৈরি হয়েছে। ওরা অবশ্য ভুল পথে এগোচ্ছে। রোগের ব্যাপারটা জানতে পারলে ওরা ঠিক পথটা বেছে নেবে।"
"আচ্ছা তা না হয় লিখব তার আগে বলুন আপনি এত কথা জানলেন কি করে?"
সুধীন মন্ডল গম্ভীর হয়ে বললেন "সেটা আপনার না জানাই ভালো। জানলে বিপদ আছে। খুব

টেনশনের মধ্যে দিন যাচ্ছে। অ্যালিয়েনরা আমার কথা একবার জানতে পারলে আর আস্ত রাখবে না।"
আমি বিদ্রুপ করেই বললাম "অ্যালিয়েনরা কিরকম, মানে ওদের হাবভাব স্বভাব কিভাবে কাজ করে মানে রোগ ছড়ায় এইসব বলতেও কি আপত্তি আছে।"
"বুঝেছি, আপনি এক বর্নও বিশ্বাস করেন নি। তবে আমার কথাগুলো নিয়ে আপনি যে গল্প বানাবেন সেটা বুঝতে পারছি। আর তাতেই কাজ হবে। এই অ্যালিয়েনরা মানুষের ভিড়ে মিশে থাকে নাকি অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবীকে কনট্রোল করে তা জানি না। তবে ওদের শক্তির উৎসটা জানতে পেরেছি।"
আমি এখনো একটুও বিশ্বাস করিনি তবে লোকটার ভাবনা-চিন্তা গল্পে অবশ্যই লাগাবো। মুখে একটু সিরিয়াস ভাব এনে স্বরটা চেপে জিজ্ঞেস করলাম "সেই উৎসটা কি?"
"রোগ বহনকারী জীবাণু মানে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এইসব।"
"কিন্তু তার জন্যে তো ওষুধ আছে।" আমাকে বলতেই হল।
"এমন কিছু রোগও আছে যাদের আমরা রোগ বলেই চিনি না, সে সবই তো বললাম আপনাকে। এর ওষুধ বের করতে পারলেই তো পৃথিবী বেঁচে যায়।"
ভদ্রলোক উঠে যাবার সময় আর একটা কথাই বললেন "অ্যালিয়েন অপারেশন বিষয়ে কোনো প্রমাণ আমার কাছে নেই তবে এর সত্যতা আপনি দিনকয়েকের মধ্যেই অনুমান করতে পারবেন। এটাই হয়তো শেষ সুযোগ আপনাদের মাতৃভুমিকে বাঁচান। শেষ সুযোগ এই কারণেই যে আপনাদের পৃথিবীকে শেষ করার মতো শক্তি আপনাদের হাতেই আছে।"
সুধীনের শেষ কথাগুলো আমার মনটা মাথাভর্তি জলে ভিজিয়ে দিল। একটা খটকা লাগছে - শেষে 'আপনাদের পৃথিবী' বলল কেন।
দিন সাতেক পর নেটে একটা খবর পড়ে মনের অবস্থাটা যে কি হল তা বলে বোঝানো যায় না। তখন আমার উপন্যাস 'শেষ অঙ্ক' প্রায় শেষ করে ফেলেছি। শেষ অংশটার জন্য কয়েকটা বিষয় জানার ছিল তাই গোগলে গেলাম। একটা পেজে সুধীন মন্ডলের ছবি দেখে পুরো আর্টিকেলটা পড়ে নিলাম। সুধীন মন্ডল মারা গেছে পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে কোন অজ্ঞাত রোগের কারনে। মৃত্যুর স্থান ও সময় আমার সাধারণ বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করছে। সুধীন মন্ডলকে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি সুটিং লোকেশনের কাছে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। বিষেষগ্যদের মতে মৃত্যুর সময় ভোর সাড়ে চারটা, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১৬। আমার কাছ থেকে সুধীন ২১ শে ফেব্রুয়ারি বিকাল পাঁচটা পনেরয় বিদায় নেয়। তার মানে তখন লস অ্যাঞ্জেলেসে ভোর পৌনে চারটা। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ওর পক্ষে কলকাতা থেকে অ্যামেরিকায় পৌঁছে খুন হয়ে যাওয়া কি করে সম্ভব হল?
মাস ছএক পর যখন সুধীন মন্ডলের কথা মন থেকে প্রায় মুছে গেছে তখন একদিন নিউজ চ্যানেলে একটা চমকে দেওয়ার মত খবর দেখলাম। কোন এক অজ্ঞাত সংগঠন যারা নিজেদের পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে দাবি করছে সিরিয়াতে একটা কমান্ডো অভিযান চালিয়ে প্রধানমন্ত্রী, রাস্টপতি সহ প্রতিরক্ষা বিভাগের অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে অপহরণ করেছে। সংবাদ চ্যানেলের মাধ্যমে ওই দল বলেছে ২১ ই অগাষ্ট ২০১৩ তে সিরিয়ায় গনহত্যার অপরাধে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। সব অপরাধের প্রমাণ জাতিসংঘের প্রধান বিচারালয়ে পাঠানো হয়েছে।
কয়েকদিন ধরে খবরটা নিয়ে নিউজ চ্যানেলে, কাগজে তুমুল হইচই তর্কবিতর্ক চলল। ওই সংগঠনের মতলব নিয়ে এক এক জনের এক এক মত। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি এরা সমাজের ভালোর জন্যই কাজটা করেছে। আর সুধীন মন্ডলের কথা যদি ঠিক হয় তবে এরা ভুল রাস্তা ধরেছে। এব্যাপারে আমার কি ভুমিকা তাও সুধীন বলেছিল।
আর কোনও কথা না ভেবে ঘটনাটা ঝট করে লিখে ফেললাম। পুরো ব্যাপারটাতে কাকতালীয় যোগ নেই তো? আপনাদের কি মনে হয়?